সংবাদ
20 FEB 2017
2 2

তিন ধাপে

২৭৫টি কলেজ জাতীয়করণ হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের সকল উপজেলার শিক্ষার্থীদের সরকারি কলেজে পড়ালেখার সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে তিন ধাপে ২৭৫টি কলেজ জাতীয়করণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া ১৯৯টি বেসরকারি কলেজের ওপর পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। এর মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় জাতীয়করণের লক্ষ্যে আরও ১৬টি বেসরকারি কলেজের পূর্ণাঙ্গ তথ্য চেয়েছে। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মোট ৪৫টি কলেজ পুরোপুরি জাতীয়করণ হয়েছে। এর আগে ৮/১০ বছরে কোনো কলেজ জাতীয়করণ হয়নি বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

লক্ষ্য সব উপজেলায় শিক্ষার্থীদের সরকারি কলেজে পড়ার সুযোগ দেয়া

শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দেয়া এক চিঠিতে বলা হয়েছে, 'প্রস্তাবিত ২৭৫টি উপজেলার মধ্যে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০০টি উপজেলায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০০টি উপজেলায় এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবশিষ্ট ৭৫টি উপজেলায় একটি করে কলেজ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যেতে পারে। জাতীয়করণের জন্য কলেজের নাম নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।'

অর্থ মন্ত্রণালয় যে ১৬টি কলেজের পূর্ণাঙ্গ তথ্য চেয়েছে সেগুলো হলো- চট্টগ্রামের রাউজান কলেজ, সিলেটে ওসমানীনগরের গোয়ালাবাজার আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজ, কুমিল্লার তিতাসের মেনহাজ হোসেন মিম কলেজ, ফরিদপুরের মোহাম্মদ ইয়াসিন ডিগ্রি কলেজ, নওগাঁ আত্রাইয়ের মোল্লা আজাদ মেমোরিয়াল কলেজ, জয়পুরহাট ক্ষেতলালের ছাঈদ-আলতাফুনেছা কলেজ ও কালাইয়ের মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বগুড়ার ধুনট ডিগ্রি কলেজ, দিনাজপুর খানসামার পাকেরহাট ডিগ্রি কলেজ, পঞ্চগড় অটোয়ারির বঙ্গবন্ধু ডাংগীরহাট আদর্শ মহাবিদ্যালয় ও তেঁতুলিয়া ডিগ্রি কলেজ, কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজ, যশোর বাঘারপাড়ার শহীদ সিরাজউদ্দিন ২৭৫টি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

২৭৫টি : কলেজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হোসেন ডিগ্রি কলেজ, ঠাকুরগাওয়ের রাণীশংকৈল ডিগ্রি কলেজ ও বালিয়াডাঙ্গীর সমির উদ্দিন স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির কর্মকর্তারা জানান, সরকারের লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে সকল উপজেলার ছাত্রছাত্রীর জন্য সরকারি কলেজে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করা। এজন্য প্রতি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে হলেও সরকারি কলেজ করা হবে, যাতে অন্তত ওই কলেজকে মডেল ধরে উপজেলার অন্যান্য কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পারে। একই সঙ্গে যে কোন সহযোগিতা যেন সরকারি কলেজ থেকে অন্যান্য কলেজ পেতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

দেশে মোট ৪৮৯টি উপজেলার মধ্যে সরকারি কলেজ রয়েছে ১৬১টি উপজেলায়। বাকি ৩২৮টি উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই। এই ধরনের ৩২১টি উপজেলায় একটি করে বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এই সিদ্ধান্তের আলোকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন পাওয়া ১৯৯টি বেসরকারি কলেজে গত বছর শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত বছরের ৪ জুলাই মাউশি মহাপরিচালককে চিঠি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যদিও গত ৩০ জুন থেকেই ১৯৯টি কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের কথা বলা হয় চিঠিতে।

মাউশির অধীনে ১৯৯টি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, উন্নয়ন কার্যক্রম, শিক্ষার্থীসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন করছে। এর বেশিরভাগ প্রতিবেদনই ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। মাউশি ১৯৯টি কলেজের পৃথক পৃথক পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দিচ্ছে বলে জানা গেছে। এরপর এগুলো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এদিকে পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কলেজ জাতীয়করণে নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে না। কলেজের অবকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ফলাফল, নিজস্ব জমি রয়েছে কিনা জাতীয়করণের জন্য তা বিবেচনায় নেয়ার কথা থাকলেও সেটি মানা হচ্ছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, উপজেলা পর্যায়ের পুরনো ও অপেক্ষাকৃত ভালো অবকাঠামো সম্পন্ন কলেজ যেগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে- এই ধরনের কলেজকে জাতীয়করণের জন্য প্রাধান্য দেয়ার কথা। যেসব এলাকা দুর্গম এবং সরকারি কলেজ নেই, সেসব এলাকাকে সরকারিকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও শিক্ষার্থী না থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিদের চাপে কলেজ জাতীয়করণ করা হচ্ছে।

জাতীয়করণসহ বর্তমানে দেশের সরকারি কলেজ রয়েছে ৩৩৩টি। এর মধ্যে ২৮৮টি সরকারি এবং ৪৫টি কলেজ এই সরকারের আমলে জাতীয়করণ করা হয়েছে। আর ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে মোট ১৮টি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। এই ১৮টি কলেজের সকল শিক্ষককে 'ক্যাডার মর্যাদা' দেয়া হয়েছে। তারা সরকারি কলেজে বদলিও হতে পারছেন।

কিন্তু পরবর্তীতে জাতীয়করণ হওয়া কলেজের শিক্ষকরা বদলি হতে পারবেন না বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। জাতীয়করণসহ সরকারি কলেজে শিক্ষা ক্যাডার সদস্য আছেন প্রায় ১৬ হাজার। এর মধ্যে জাতীয়করণ হওয়া কলেজের আত্মীকৃত শিক্ষক প্রায় চার হাজার।